সিউড়ি থেকে গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

সিউড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি

সিউড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে বীরভূম জেলায় ১৩৩৪ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রবিবার সিউড়ি চাঁদমারি ময়দান থেকে বীরভূমের জন্য ৭২৩.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এছাড়া ৬১০.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭২৩টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। এদিন এই সভা থেকে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৭২ জনের কাছে সরাসরি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হল বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বীরভূম ছাড়াও এদিন এই সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে রাজ্যের নতুন ৩টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। এগুলি হল তমলুকে তাম্রলিপ্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, আরামবাগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এই সভা থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেউচা-পাঁচামি-হরিণশিঙা-দেওয়ানগঞ্জ কয়লা খনি প্রকল্পে জমিদাতা পরিবারগুলির মনোনীত ৫৬৩ জনকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। এরমধ্যে ৩৪২ জনকে জুনিয়র কনস্টেবল এবং ২৩০ জনকে গ্রুপ-ডি পদে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বীরভূম জেলার অংশটি অর্থাৎ খয়রাশোল ব্লকের ভীমগড় থেকে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের নাগপুর চেকপোস্ট পর্যন্ত রাস্তাটি ২ লেন থেকে ৪ লেন করার আবেদন আমি পেয়েছিলাম। এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বোলপুরে আমার স্বপ্নের প্রকল্প বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬৭ কোটি টাকা খরচ করে ৩১ একর জায়গার ওপরে নির্মাণ হয়ে গেছে। উদ্বোধন করলাম। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সেখানে আছেন। সেখানে ২টি ছাত্রী আবাসও ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। আমি বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ সমস্ত অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুধু বীরভূম নয় মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমানের ছেলেমেয়েরাও এখানে এসে পড়াশোনা করতে পারবে।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, যেমন পানাগড়-ইলামবাজার-দুবরাজপুর রাস্তার উন্নয়নের জন্য ১০৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া পথশ্রী ২ প্রকল্পে ৮৫ কিমি দৈর্ঘ্যের জেলার ৬২টি গ্রামীণ রাস্তার জন্য ২৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। পথশ্রী প্রকল্পে রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের নয়টি গ্রামের রাস্তার জন্য ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। রামপুরহাট এলাকায় আরও একটি রাস্তার উন্নয়নে ১১ কোটি টাকা। মল্লারপুর-মাজিপাড়া-বোলপুর রাস্তা উন্নয়নে ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। এছাড়া দেউচা-পাঁচামি-হরিণশিঙা কয়লা খনি প্রকল্প এলাকায় ১৩২/৩৩ কেভি ক্ষমতার একটি নতুন বিদ্যুৎ সাবস্টেশন তৈরি করা হচ্ছে ২৩ কোটি টাকায়। সাঁইথিয়ায় সতীপীঠ নন্দিকেশ্বরীতলা ও নলহাটির সতীপীঠ নলাটেশ্বরী মন্দিরের উন্নয়নে যথাক্রমে ১ কোটি ও ৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

সিউড়ি ১ ও ২ নম্বর এবং সাঁইথিয়া ব্লকে ৩টি ফ্লোরাইড মুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের জন্য ৫৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। মুরারই ২ নম্বর ব্লকে জাজিগ্রাম ও বিলাসপুরে দুটি জল সরবরাহ প্রকল্পে ১০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে সিউড়ি ১ ও ২, বোলপুর শ্রীনিকেতন, মহম্মদবাজার ও রামপুরহাট ১ ব্লকে ২৫টি জলাশয় খননের জন্য ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকে অজয় কৃষক সমবায় হিমঘরে ৫০০০ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ১০ হাজার কৃষক এতে উপকৃত হবেন। লাভপুর ও সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের বীজ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট অভিজ সংরক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। ময়ূরেশ্বর দু'নম্বর ব্লকের ২০০০ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। লাভপুর ব্লকে ১০০০ মেট্রিক টনের গুদামঘর নির্মাণের জন্য ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। মুরারই এক ও দুই এবং সাঁইথিয়া ও মৌরেশ্বর এক নম্বর ব্লকে ১০০ মেট্রিক টনের গুদামঘর নির্মাণে ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা। ইলামবাজার লাভপুর পাইকর ও ষাটপলসা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালে কোভিড ওয়ার্ড নির্মাণে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। যখন কোভিড থাকবে না তখন অন্য কাজে এই ওয়ার্ডগুলি লাগবে। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইলামবাজার ব্লকে গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নে ৩১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। লাভপুর-গুনুটিয়া রাস্তার উন্নয়নে ২৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। পথশ্রী প্রকল্পে জেলার বিভিন্ন ব্লকে ১৯টি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের জন্য ১৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। খয়রাশোল বড় জামতারা রাস্তা উন্নয়নে ১২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ আহমদপুর-কীর্ণাহার-রামজীবনপুর রাস্তার উন্নয়নে ১২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রামপুরহাট থেকে দুনিগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়নে ১১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে ৪৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সৌরচালিত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পেও ৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। নলহাটি এক এবং মুরারই এক ব্লকে ইন্টিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নির্মাণে ৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সিউড়ির মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করতে একটি ৬০০ আসন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মঞ্চ-সহ প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বক্রেশ্বর, ফুল্লরাতলা ও নন্দিকেশ্বরীতলা সতীপীঠ, ভাণ্ডিরবন গোপাল মন্দির, হাঁসুলিবাঁক পর্যটন কেন্দ্র, রাঙাবিতান পর্যটন কেন্দ্র, বাউলবিতানের জন্য আরও ৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। খয়রাশোল-বড় আমতলা রাস্তায় নদীর ওপরে সেতু নির্মাণে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এছাড়াও স্কুল, বাজার, কলেজ, কমিউনিটি সেন্টার এসবও বেশ কিছু নির্মাণ হয়েছে। ডিসেম্বরের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়েছে। বীরভূম জেলায় ৮ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৩ লক্ষ ২ হাজারেরও বেশি বাড়িতে ইতিমধ্যেই পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর আগে রামপুরহাটে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল করা হয়েছে। জয়দেব কেঁদুলি এবং ইলামবাজারে দুটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। তারাপীঠ মন্দিরের উন্নয়ন করা হয়েছে। খরচ হয়েছে যথাক্রমে ১৬৫ ও ১১৫ কোটি টাকা।